সংবাদ

28 MAR 2

শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়ার হার বৃদ্ধি রোধ করুন

দ্রব্যমূল্যের মারাত্মক উর্ধ্বগতিতে টালমাটাল এবং প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থার মুখোমুখি দেশে এবং সমাজে গতক
বৃহস্পতিবার থেকে এসএসসি ও তার সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছে, যা সুখবরই বটে। কিন্তু সুসংবাদ
রুটিন মতো এলেও পাশাপাশি একটি দুঃসংবাদেও আমরা বিচলিত রোধ করছি, যেটা কোন রুটিনও মে
চলছে না। আর সেই রুটিন না মানা দুঃসংবাদটি হচ্ছে, এবারও লক্ষ্য করা গেল এসএসসির আগেই ব
পড়েছে প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী। ঘটনাটি নতুন কিছু নয়। জীবনের আর্থ-সামাজিক টানাপড়নে এই ঘটন
অতীত থেকেই ঘটে আসছে। এটা এবারও ঘটেছে এবং রুটিন না মেনে শতাংশের দিক থেকে হারও বে
গেছে এই ঝরে পড়ার। ঝরে পড়াটা দুঃসংবাদ, ঝরে পড়ার হার বেড়ে যাওয়াটা আরও বেশি দুঃসংবাদ ব
আমরা মনে করি।

শিক্ষা বোর্ডগুলোর কম্পিউটার কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুসারে নবম শ্রেণীতে যে ১২ লাখ ৫৯ হাজার ১
জন নিয়মিত ছাত্রছাত্রী তাদের নাম নিবন্ধন করেছিল তাদের মধ্যে এসএসসি দিতে এসেছে মাত্র অর্ধে
মতো, অর্থাৎ ৬ লাখ ৫২ হাজার ৮৯৯ জন ছাত্রছাত্রী। এরা এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশ
পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। অর্থাৎ ৬ লাখ ৬ হাজার ৩০৬ জন নিয়মিত শিক্ষার্থী দুই বছরের মধ্যে ঝরে গে
ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, গত বছরের তুলনায় ঝরে পড়ার হার বেড়েছে। দৃষ্টান্তও দিয়েছেন বি
অঙ্ক দিয়ে। গত বছরের ঝরে পড়ার হার ছিল ৫৩ দশমিক ১৯ এবং এ বছর এর হার হচ্ছে ৫৪ দশমিক
শতাংশ। এটা অন্যান্য বোর্ডের ক্ষেত্রেও একই চিত্র পাওয়া যায়।

এই যে প্রতি বছরই ছাত্রছাত্রীরা নিবন্ধিত হওয়ার পরও পরীক্ষা পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না, একে আমা
শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি ভয়ানক নেতিবাচক পরিস্থিতি হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে সরকারকে। সরকার
ব্যাপারে কী ভাবছে এবং কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে সেটা আমাদের কাছে এই মুহূর্তেই স্পষ্ট নয়। এটা স
হওয়া দরকার। শুধু স্পষ্ট হওয়াই নয়, এ পরিস্থিতিকে রোধ করে শিক্ষায় যে ধস নেমে এসেছে তার থে
স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে উদ্ধার পাওয়ার কাজটি এ মুহূর্ত থেকেই শুরু করতে হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শেষ দুই বছরে এ বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করে
শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। নয়টি কারণও চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা ভাল কাজ। কিন্তু এই নয়টি কারণে সৃষ্ট পরিস্থি
চিকিৎসা তো করতে হবে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে। তার কী হচ্ছে।

আমরা জানি, অসংখ্য স্কুল ছাত্রছাত্রী বেশি দেখানোর জন্য ভুয়া নিবন্ধনের আশ্রয় নেয়। এই প্রক্রি
সমূলেই বিনাশ করা দরকার। বর্তমানে যে উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু আছে সেখানেও রয়েছে পাওয়া-না পাও
একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতি। উপবৃত্তি বিতরণে যে অনিয়ম রয়েছে সেটাও ঠিক করা দরকার। কারণ ছাত্র ব
যাওয়ার জন্য এটাও একটি প্রধান কারণ। দেখা গেছে, উপবৃত্তি পাওয়ার অযোগ্য ৬ শতাংশ ছাত্রীকে য
দেখিয়ে এক শ্রেণীর শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার যোগসাজশে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। সে
উপবৃত্তিতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করা হচ্ছে সে পরিমাণ সুফল না আসার কারণগুলোও কর্তৃপক্ষের ব
পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হওয়া দরকার। এর একটি প্রধান কারণ হলো এসএসসি পরীক্ষার কাছাকাছি পৌ
ছাত্রীদের একাংশের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, কেউ চলে যাচ্ছে বিদেশে এবং ছাত্রদের একটা বিরাট অংশ চলে য
বিভিন্ন কাজকর্মে। এটা হচ্ছে নিরেট দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক কারণে। এটাকে রোধ করার জন্য উপবৃ
অন্যান্য আর্থিত সহায়তাকে সরকার আরও বেশি সম্প্রসারিত করতে পারে কি না সেটাও বিবেচনা ক
দেখতে হবে। এর সঙ্গে সামাজিক সচেতনতার বিষয়টি যোগ করতে হবে।

বর্তমানে এ কঠিন পরিস্থিতিটি আরও কঠিন হয়ে পড়েছে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে। নিম্নবিত্ত তো ব
মধ্যবিত্ত পর্যন্ত বিগত কিছুদিনের টালমাটাল বাজার পরিস্থিতিতে একটা প্রেষণের মধ্য পড়ে গে
এমতাবস্থায় পিতামাতা যদি তার স্কুলগামী ছেলেমেয়েকে ক্ষেতখামার তথা সংসারের কাজকর্মে সাহায্যের
স্কুল থেকে তুলে নিয়ে যান তাহলে তাকে তো অভিযুক্ত করা যায় না। এই পরিস্থিতি বন্ধের জন্য পরিক
গ্রহণ ও বাস্তবায়নই জরুরি, দরিদ্র পিতামাতাকে দোষারোপ করার চেয়ে আমরা ঝরে যাওয়া ছেলেমেয়ে
জন্য একই সঙ্গে কাজে যাওয়া ও লেখাপড়ার ব্যবস্থাটি কোনভাবে করা যায় কি না সেটা সরকারকে ে
দেখতে বলব। এটা খুবই জরুরি। কারণ বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরের ওপরের দিকে যে
শতাংশ পারিবারিকভাবে ব্যয় হয় সেটা পরিবারগুলো মেটাতে পারছে না। শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষার
কমানোর দিকেও সরকারকে নজর দিতে হবে সমান গুরুত্ব দিয়ে।

প্রাথমিকের মতো মাধ্যমিক শিক্ষা গুরুত্ব পাচ্ছে না বলে কথা উঠেছে। সেটাকেও দেখা দরকার। মাধ্য
পর্যায়ে ভর্তির হার বাড়ানোর কাজটিও করতে হবে। এছাড়া প্রাথমিকের মতো উঠানবৈঠক জেলা ও উপজে
পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নটাও করা খুব দরকার। আমরা আরও একটি বি
সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলব। সেটা হলো, সরকারি ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাথাপিছু
সরকারি ব্যয় যেখানে ৭৫ মার্কিন ডলার, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ৩৫ মার্কিন ডলার
মাদ্রাসায় যেখানে ৫৪ মার্কিন ডলার, সেখানে পুরো টাকাটাই খরচা হয়ে যায় শিক্ষক-কর্মচারীদের বে
ভাতায় এবং অবকাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণে। শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বৃত্তি প্রদানে ব্যয় হয় সামান্য অংশ। য
শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, তদারকি ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শিক্ষার মানকে নিশ্চিত করতে প্রায় ে
ব্যয়ই করা হয় না। সরকারকে এই দিকটাও পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। মোট কথা বছরে বছরে শিক্ষার্থী